স্বামী বিবেকানন্দের কালী বিষয়ক কবিতা

বিশ্বজিৎ রায়

শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

উদ্বোধন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১ মাঘ ১৩০৬)-এ প্রকাশিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা ‘নাচুক তাহাতে শ্যামা’। এই কবিতাটি তাঁর ইংরেজিতে লেখা ‘Kali the Mother’ কবিতার বাংলা দোসর। কাশ্মীরে স্বামীজী যখন এই কবিতাটি লিখেছিলেন তখন কেমন ছিল তাঁর মনের অবস্থা সে-বিবরণ পাওয়া যাবে ভগিনী নিবেদিতার পত্রে। ১৩ অক্টোবর ১৮৯৮ তারিখে লেখা নিবেদিতার দুটি চিঠির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি চিঠি এরিক হ্যামন্ডকে লেখা, অপর চিঠিটি খণ্ডিত বলে কাকে লেখা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। স্বামীজী মাতৃভাবে আকুল। রামপ্রসাদের গান শোনাচ্ছেন নিবেদিতাকে। রামপ্রসাদের গানটি সুপরিচিত।

‘‘শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি
ভবসংসার বাজার মাঝে!
(ওই যে) আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়াদড়ি॥
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা,
কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণাবাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥”

নিবেদিতার চিঠিতে আছে : “Mother is flying kites”, he sang, “in the market place of the world, in a hundred thousand. She cuts the strings of one or two.” নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেছিলেন এই গানকে ‘nature myth’, ‘solar myth’ ইত্যাদির সূত্রে বিচার না করাই সংগত। ভক্তের হৃদয়ে এই উপলব্ধি সত্য।

নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে এ-সময় স্বামীজী বালকের মতো নিজেকে মায়ের কাছে সমর্পিত বলে মনে করছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, “To him at this moment ‘doing good’ seems horrible. ‘Only the Mother does anything. Patriotism is a mistake. Everything is a mis-take’—he said when he came home. ‘It is all Mother... All men are good.

Only we cannot reach all... I am never going to teach any more. Who am I, that I shd. teach anyone?' " স্বামীজীর এই ভাবের মধ্যে রয়েছে আত্মসমর্পণের চিন্তা। মায়ের কাছে সমর্পিতচিত্ত বালক তো শান্তিলাভ করে। রামকৃষ্ণদেবের কথাতেও এমন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। লোকশিক্ষা, লোকহিত, ধর্মপ্রচার এসবের থেকে অনেক বড় মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ। সেই সমর্পণেই শান্তি।

এই সমর্পণের শান্তি ভক্তিভাব সঞ্জাত। ভক্তি থেকে সমর্পণের ইচ্ছা ও উপলব্ধি। স্বামীজীর ইংরেজি কবিতাটি পড়লে অবশ্য দেখা যাবে সেখানে প্রলয়ের চিত্রই বড় হয়ে উঠেছে। কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামীজীর তখন প্রয়াণ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল' কাব্যগ্রন্থে অনুবাদটি পাওয়া যাবে। অনূদিত পঙ্‌ক্তিগুলি সন্দেহ নেই সেই সময় স্বাদেশিক বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা প্রদান করত।

''কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।/ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/ কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

দেশকে করালবদনী কালীরূপে কল্পনা করে দেশের জন্য নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন সশস্ত্র বিপ্লবীরা। 'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়', তাঁরা জানেন এ-পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। 'মৃতুরে যে বাঁধে বাহুপাশে' তাঁরা জানেন জীবন পণ দিয়ে মৃত্যুকে দেশের জন্য বরণ করছেন তাঁরা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মা যা ছিলেন, যা হইয়াছেন এবং যা হইবেন এই তিন কালের তিন দেশমাতৃকার রূপ বর্ণিত। 'মা যা হইয়াছেন' এই অংশে বঙ্কিম করালবদনী কালীর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। ''কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা! ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'হাতে খেটক খর্পর কেন?' " বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশমাতৃকা কালী আর বিবেকানন্দের কবিতার প্রলয়রূপিণী কালী কিন্তু এক নন। বঙ্কিমের রচনায় তা দেশরূপ আর স্বামীজী ভয়ংকরী আহ্বান করছেন মোহবন্ধন মোচন করার জন্য। বিপ্লবীরা স্বামীজীর কবিতা মোহবন্ধন মোচন করার জন্যই পাঠ করেন। সেই মোহহীন চিত্তে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁরা। স্বামীজীর লক্ষ্য কিন্তু বৃহত্তর। দেশ ও কাল উভয়ই সেখানে গৌণ। নিবেদিতাকে তাই অক্লেশে বলেন তিনি, ''Patriotism is a mistake. Everything is a mistake"। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থা অতিক্রম করে শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক মার্গে প্রবেশের কথা মনে পড়বে—অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার কথা হয়েছিল, সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে।

স্বামীজীর ইংরেজি কবিতা দেশ-কাল অতিক্রান্ত এক মহাপ্রলয়ের ছবি।

''The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics
Just loose from the prison-house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path...
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.''

এই নক্ষত্র সাগর বৃক্ষ মেঘমালা কোনও দেশের নয়, মহাপথিবীর।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে :

''নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘে,/ স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ুবেগে!/ লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,/ মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!/ সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি/ নভস্তল পরশিতে চায়!''

লক্ষণীয়, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে ধ্বংসের ছবি প্রকাশের সময় স্বামীজীর ইংরেজি কবিতার মধ্যে যে-গতিময় স্তব্ধতা ছিল তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই কবিতায় প্রলয়ের এক-একটি দৃশ্যের পরই যতিপতনের স্তব্ধতা। 'নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘে'—একটি সংহারচিত্র, স্তব্ধতা আবার আর একটি সংহার-চিত্র। যিনি এই সংহার দেখছেন তিনি ভীত নন। তিনি শান্ত—সাহস ভরে আহ্বান করছেন তাঁকে।

''Dancing mad with joy,
Come, Mother, come!''

তাঁকে আহ্বান করার মধ্যেই শান্তি, প্রলয়ের অনুভবের মধ্যে শান্তি। রামপ্রসাদের ভাবজগতকে বিবেকানন্দ তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতাটিতে সম্প্রসারিত করছেন। কাজটি কঠিন। আত্মোপলব্ধি না হলে এমনটি অসম্ভব। স্বামীজীর অভিমত, নিবেদিতার ভাষায় : ''These images of the gods are more than can be explained by solar myths and nature myths. They are visions seen by true Bhakti. They are real.'' রামপ্রসাদ মায়ের যে-রূপ দেখেছেন তা একদিক দিয়ে নির্মম।

''ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণাবাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।''

কাটা ঘুড়ি দেখে মা হাতচাপড়ি দিয়ে হেসে উঠছেন, এ তো খুশির মূর্তি! এ তো ভক্তের কাছে ভববন্ধন মোচনের সাহস-জাগানো মূর্তি। সেই সাহস জাগলে মন শান্ত হয়।

উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি ইংরেজি কবিতার থেকে আয়তনে দীর্ঘ। তবে ভাবচিত্রে এটি ইংরেজি কবিতাটিকেই মনে করিয়ে দেয়।

''মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।/ অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥/ ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলীজ্বালা।/ ফেনময় গর্জি মহাকায়, ঊর্মি ধায় লঙ্ঘিতে পর্বতচূড়া॥/ ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।/ পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥''

এই অংশের ছবি ইংরেজি কবিতার প্রলয়দৃশ্যের অনুরূপ। মধুসূদনের কবিতার ভাষাকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতার ভাষার তখন বদল হয়েছে। বিবেকানন্দ কিন্তু এখানে মধুসূদনের মতো তৎসম শব্দবন্ধে প্রলয়চিত্রের গাম্ভীর্য বজায় রাখছেন। বাংলা গদ্যের ভাষা নিয়ে নিজের মতো পরীক্ষা

করেছেন—সাধু ভাষায় 'বর্ত্তমান ভারত' রচনা করলেও তাঁর 'বিলাত যাত্রীর পত্র' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় সাধুর পাশাপাশি চলিতের প্রয়োগ করেছেন। কবিতার বিষয় ভিন্ন—ভাষাও মধুসূদনের কাব্যভাষার অনুরূপ। বিষয়ের গুরুত্বেই ভাষার এই চলন—বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষয়ানুসারী ভাষা'-র কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর বাংলা রচনা সেই নীতির অনুসারী।

'কালী দ্য মাদার' কবিতায় প্রলয়ের রূপই ছিল। এখানে ছয় স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় একটি স্তবক অপর স্তবকের সঙ্গে বৈপরীত্যের সম্পর্কে অন্বিত।

একদিকে মোহনীয় রূপ।

''শোভাময় মন্দির-আলয়, হ্রদে নীল পয়, তাহে কুবলয়শ্রেণী।/ দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, ফেনশুভ্র-শির, বলে মৃদু মৃদু বাণী॥/ শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।/ কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥/ বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর—নীলোৎপল দুটি আঁখি।/ দুটি কর—বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী॥''

অন্যদিকে তীব্র রণময় বাস্তব।

''ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।/ ঘোষে তোপ বব-বব-বম্‌, বব-বব-বম্‌ বন্দুকের কড়কড়া॥/ ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।/ ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতি॥''

শেষ অবধি কবিতা শেষ হল বীরের প্রতি আহ্বানে : ''জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?/ দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥/ পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।/ চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥''

এ-কবিতার এই শেষাংশ কর্মের আহ্বান করছে। নিজের স্বার্থ, সাধ, মান চূর্ণ হলে তবেই তো কর্ম করা যাবে। 'কালী দ্য মাদার' কবিতা রচনার সময় তাঁর মনে হচ্ছিল মায়ের পায়ে আত্মসমর্পণ করবেন, কর্ম থেকে মুক্তি নেবেন। আর এ-কবিতায় শ্মশানহৃদয়ের কল্পনা। সেই শ্মশানহৃদয়ে স্বার্থ-সাধ-মান থাকতে নেই। নিজের অহং চূর্ণ হয়ে গেছে। সেই কালীময় চিত্ত নির্ভয়ে কাজ করতে পারে—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।'

বিবেকানন্দ তাঁর কালী বিষয়ক এই কবিতা দুটিতে কালীর নবরূপ নির্মাণ করলেন। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম ভদ্রলোকদের কাছে কালীমূর্তিকেন্দ্রিক লোকাচার খুব সহনীয় ছিল না।

কালীমূর্তির নতুন ভাবনির্মাণ জরুরি ছিল। নিবেদিতার 'কালী বিষয়ক বক্তৃতা' ও তাঁর ইংরেজি বই Kali The Mother (১৯০০) ভারতীয় কালী ভাবনাকে ইংরেজিভাষীদের কাছে বিশেষভাবে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। নিবেদিতার 'কালী বিষয়ক বক্তৃতা'র প্রেক্ষাপট নিয়ে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিস্তারে আলোচনা করেছিলেন, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অন্য সংস্কৃতির মানুষদের কাছে কালী যাতে ভয়ংকরী বলে প্রতিভাত না হন সেজন্য তাঁর মিতায়তন পুস্তিকার শুরুতেই নিবেদিতা দেশ ভেদে, স্থান ভেদে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ''Our daily life creates our symbol of God. No two ever cover quite the same conception.'' পাশ্চাত্যের জীবনধারার সঙ্গে ভারতীয় জীবনধারার মিল নেই তাই পাশ্চাত্যের দেবকল্পনার থেকে ভারতীয়দের দেবকল্পনার প্রকৃতি পৃথক হবে। বিবেকানন্দ অবশ্য তাঁর ইংরেজি কবিতায় ভাষায় ও ভাবে কালীকে যে-প্রাকৃতিক প্রলয়নাচনের প্রতিমায় স্থিতি দিয়েছিলেন তা দেশকালাতীত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি কবিতার

পাঠক আন্তর্জাতিক আর বাংলা কবিতার লক্ষ্য বঙ্গভাষী—এই বোধ তাঁর মনের গভীরে কাজ করেছিল।

কালীমূর্তিকে ঘিরে যে-বলিদানের লোকাচার তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র আপত্তি। দেবীমূর্তিকে ঘিরে এই রক্তলোলুপ হিংসার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর 'বিসর্জন' রচনা। তবে কালীমূতির দার্শনিক ভাবকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। শিবের বক্ষস্থিত কালী—এই মূর্তির রূপকার্থ ভেদ করতে চেয়েছেন তিনি। লিখেছেন, ''শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপর সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে।''

শিবের বক্ষস্থিত কালীকে কি তাহলে কেবল করালবদনা রূপেই দেখতে হবে? রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, ''আমরা মৃত্যুকে করালদশনা লোলরসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু-আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই। আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন।''

ভক্তদের কাছে কালী যা গৌরীও তা—এই ভাবনা একটি স্তরে সত্য। বিবেকানন্দ ঠিক এভাবে ভাবতে চাইছিলেন না। তিনি করাল কালীকে গ্রহণ করে চিত্তের মোহ দূর করতে চাইছিলেন। সেই মোহ দূর হলে কর্মহীন সমর্পণ আসে এও যেমন তাঁর ভাবনা, তেমনি সেই মোহ দূর হলে নিষ্কাম কর্মের প্রবাহ সম্ভব এও ভাবেন তিনি।

একথা সত্য রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে যতটা বলি-বিরোধী, বিবেকানন্দ সে-অর্থে ততটা বলিবিরোধী নন। মা সারদা বলি চাননি, স্বামীজী মায়ের কথা মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু শাক্ত ধর্মের তামসিকতার বিরোধিতা করলেও শাক্ত ধর্মের রাজসিকতার কোনও কোনও লক্ষণ স্বামীজীর কাছে স্বীকার্য।

কালীকে ঘিরে এই ভাবনার বিভিন্নতা অনিবার্য, কারণ নিবেদিতার ভাষায় ''No two ever cover quite the same conception.'' ✠

নিবোধত কার্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি

১০-১২ অক্টোবর ২০২৪ (সপ্তমী-দশমী) দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

১৬ অক্টোবর ২০২৪ লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

৩১ অক্টোবর ২০২৪ কালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

১ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ১০টা-১টা কার্যালয় খোলা থাকবে।

১০-১১ নভেম্বর ২০২৪ জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।